৭/৬/২০০৫

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাভারে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুর শতকরা ৯২ ভাগ স্কুলে যায়

তায়েফুর রহমান, সাভার থেকে : সাভার উপজেলায় ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী প্রায় ৫৬ হাজার শিশুর শতকরা ৯১ দশমিক ৫৩ ভাগই বিদ্যালয়ে যায়। উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সাভার উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক হলেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক সামঞ্জস্যহীনতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। ৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩২টি বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রায় ৫১ সহস্রাধিক শিশু অধ্যয়ন করছে। এর মধ্যে ৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার।

সাভার উপজেলায় ৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়, তিনটি আন-রেজিস্টার্ড, ১২টি কমিউনিটি বিদ্যালয় এবং সাতটি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় রয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী এ উপজেলায় ৬ থেকে ২১ বছর বয়সী প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে যায়। আর এদের জন্য শিক্ষক রয়েছেন ৪৯০ জন। বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় শিক্ষকরা পাঠদানে হিমশিম খাওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলার কিছু কিছু বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে। এ ছাড়া উপজেলার ভাকুর্তা, পাথালিয়া ও গোপালবাড়ীর তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অতিসত্বর এগুলো সংস্কার না করলে যেকোনো সময় বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিস জানায়, জরাজীর্ণ ভবনগুলো সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

সাভারের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার প্রসঙ্গে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মমতাজুর রহমান জানান, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ১ : ৫০-এর স্থলে ১ : ৪০ করার পাশাপাশি শিক্ষকদের নিজ নিজ উপজেলার বাইরে বদলি করার প্রথা চালু করলে ফলাফল বহুগুণে ইতিবাচক হবে।